বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

তৃতীয় খণ্ড

বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

(পাঠ ৬, ৭ ও ৮)

বিষয় সূচী

পাঠ ৬ পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য (১ম অংশ)

পাঠ ৭ পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য (২য় অংশ)

পাঠ ৮ মানুষ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Searching For Bible Truth
Correspondence Course
(Part 3 - Lessons 6, 7 & 8)

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)
Revised Second Edition printed November 2005

পাঠ - ৬
পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য
১ম অংশ

বাইবেল পাঠ ঃ
আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়; গীতসংহিতা ৭২ অধ্যায়; গালাতীয় ৩ অধ্যায়

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সাথে সুসমাচারে যীশুর দেওয়া শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে। পরিত্রাণ পাবার আগে আমাদের অনিবার্যভাবে এই সুসমাচার জানা ও বিশ্বাস করা উচিত, দয়া করে মার্ক ১৬:১৫-১৬ অংশটি পড়ুন।

প্রেরিত পিতর তার ২য় চিঠিতে এ সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছেন : ২য় পিতর ১:৪ -

> "আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও"।

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এ কারণে যে ঈশ্বর যে সব প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাগুলি বাইবেলে লিখে রাখা হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা বেশ কয়েকটি অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে শত শত বছর আগে, এ জন্য আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে বাকী গুলোও পূর্ণ করা হবে। আজকে এ সব প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জন্য এত আকর্ষণীয় কেন? এই জন্যই এগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত 'মূল্যবান' কারণ এ সব প্রতিজ্ঞাগুলি সমৃদ্ধশালী এবং এগুলি সব থেকে সুখের ও সব থেকে বেশি আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা বলে, যা কখনও কল্পনাই করা যায় না।

ঈশ্বরের পরিকল্পনার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের কিছু প্রধান প্রতিজ্ঞা রয়েছে যেগুলি আমাদের জীবন যাপনে শুভ প্রভাব রাখতে পারে ও সব থেকে মঙ্গলজনক হতে পারে, আজকের জগতে বসবাসকারী সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞাগুলি মহান ও মূল্যবান হয়ে আসতে পারে। তাহলে দেখি -

সেই প্রতিজ্ঞাগুলি কি ?

কাদের জন্য এই প্রতিজ্ঞাগুলি করা হয়েছে ?

প্রতিজ্ঞাগুলি কি পরিপূর্ণ হয়েছে ?

দয়া করে বাইবেলের এই অংশগুলি পড়ুন-

প্রেরিত ২৬:৬-৭, রোমীয় ৯:৩-৫

লক্ষ্যণীয় যে 'আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে ঈশ্বর কর্তৃক যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে'। আর এই পিতৃপুরুষরা ছিলেন, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব যাদের উত্তরাধিকার হিসাবে যিহূদীরা এবং পরবর্তীতে রাজা দায়ূদ। এখন আমরা অব্রাহাম ও দায়ূদের কাছে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলি দেখব।

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন

আজকে আমরা যাকে 'ইরাক' নামে জানি সেই দেশের 'ঊর' নামক স্থানে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে অব্রাহাম বসবাস করতেন। ইস্রায়েল দেশ থেকে এই 'ঊর'-এর দূরত্ব প্রায় ১২ শত মাইল পূর্বে। 'ঊর' এর লোকেরা প্রতিমা ও মিথ্যা দেবদেবীর পূজা করত, বিশেষভাবে 'চন্দ্রদেবী', অব্রাহাম তাদের থেকে একেবারে ভিন্ন ছিলেন ও একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, ফলে একদিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেলেন। সেটি আদিপুস্তক ১২:১-৩ পদে লেখা আছে।

এই বার্তায় তাকে তার শহর, দেশ ও পরিবার ত্যাগ করতে বললেন এবং সেই দেশে যাবার জন্য বলা হয় যে দেশ ঈশ্বর তাকে দেখাবেন। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলেন -

১. আমি তোমার মধ্যে দিয়ে একটি মহান জাতি উৎপন্ন করব।

২. আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব।

৩. তোমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ যুক্ত হবে।

অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে পরিচালনা দান করবেন, এ জন্য তিনি ঈশ্বরের বাধ্য থাকলেন এবং দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। যদিও তিনি জানতেন না যে কোথায় তিনি বসবাস করবার জন্য যাচ্ছেন। অবশেষে দীর্ঘ যাত্রার পর তিনি কনান দেশে উপস্থিত হলেন (যে দেশটি আজ ইস্রায়েল নামে পরিচিত) এবং এরপর ঈশ্বর আরও কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করলেন তার কাছে -

৪. তুমি যে ভূমি দেখিতেছ -

ক) এই দেশ আমি চিরস্থায়ীভাবে তোমাকে দিব।

খ) এই দেশ যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব।
(আদিপুস্তক ১৩, ১৪-১৭ অধ্যায়)

৫. অব্রাহামের একজন উত্তরসূরী তার "বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে" (আদিপুস্তক ২২:১৭)।

৬. "আর পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব" (আদিপুস্তক ১৩:১৬)।

অপূর্ব সুন্দর এক প্রতিজ্ঞা

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে ঈশ্বর চিরস্থায়ীভাবে কনান দেশটি অব্রাহামকে দেবার প্রতিজ্ঞা করেন, এই দেশকে চিরস্থায়ীভাবে লাভ করবার জন্য অব্রাহামের অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবার প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ ঈশ্বর এখানে তাকে বাস্তবেই অনন্ত জীবন দানের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

এছাড়াও শুধু অব্রাহামকে নয় ঈশ্বর তার সকল বংশধরদের এটি দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এ সময়ে অব্রাহাম ও সারার কোন সন্তান ছিলনা। এদ্বারা ঈশ্বর তাকে বংশধর বা সন্তান দেবার প্রতিজ্ঞা করলেন। যারা তার সাথে এই দেশ বা ভূমি উপভোগ করবে, তাদের সমন্ধে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন অব্রাহামের বংশধররা এক মহান জাতিতে পরিণত হবে।

ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে একটি চুক্তি করেন

আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়টি দয়া করে পড়ুন, দেখবেন, এখানে আবার অব্রাহামের সাথে প্রতিজ্ঞাগুলির পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ করেছেন। সময় বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে ও অব্রাহাম বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, সেই প্রতিজ্ঞার সন্তান তিনি পাচ্ছেন না। কিন্তু আবারও ঈশ্বর তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সে একটি সন্তান লাভ করবে এবং তার বংশধরের সংখ্যা হবে এত বেশি যে আকাশের নক্ষত্রের মত তা অসংখ্য, গণনা করা যাবে না। এই অধ্যায়ের ৬ পদে আমরা পড়ি :

"তখন তিনি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলেন, আর সদাপ্রভু তাহার পক্ষে তাহা ধার্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন"।

আমাদের মত অব্রাহামও পাপের দাসত্ব হতে মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে একটি চুক্তি করেন, এটা এমন একটা মহান চুক্তি যা কখনই পরিবর্তন করা যায় না। এই চুক্তিটি কিভাবে করা হয়েছিল তা আপনি আদিপুস্তক ১৫:৮-১৮ পদগুলি পড়লে জানতে পারবেন, আজকের দিনে যখন কোন চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের লোকেরা স্বাক্ষর করে তখনই কেবল তা কার্যকরী হয়, কিন্তু অব্রাহামের সময়ে একটি পশুকে বলি হিসাবে উৎসর্গ করে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর মৃত পশুটিকে বিভক্ত করা হয় এবং যে দুই পক্ষের লোক যারা চুক্তি করছেন তারা বলিকৃত পশুটির মধ্যে দিয়ে হেটে যায়, এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজে পশুর উপর দিয়ে হেঁটে যাননি, কিন্তু অব্রাহাম স্বচক্ষে দেখলেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ তাদের মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এ কারণেই নিশ্চিত তাদের মাঝে চুক্তি হয়েছিল।

প্রতিজ্ঞাত শিশুটি

তখন অব্রাহামের বয়স ৯৯ বছর ও তার স্ত্রীর বয়স ৯০ বছর। এ সময়ে অবশেষে ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন এবং তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম নেয়, যার নাম রাখা হয়, ইস্হাক।

আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে আমরা অব্রাহামের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বা আস্থার অপূর্ব একটি উদাহরণ দেখতে পাব, ঈশ্বর এক সময় অব্রাহামের একমাত্র পুত্র ইস্হাককে তার নামে বলি হিসাবে উৎসর্গ করতে বলেন, এবং এরপরে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন যে ইস্হাকের মাধ্যমে অব্রাহামের উত্তরাধিকারীরা একটি মহান জাতিকে পরিণত হবে।

অব্রাহাম কি করেছিলেন ? তিনি নিশ্চিত জানতেন যে ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন এবং ইব্রীয় ১১:১৭-১৯ অংশে পৌল বলেছেন-

> "বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হইয়া ইস্হাককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার সেই একজাত পুত্রকে ও উৎসর্গ করিতেছিলেন, যাঁহার বিষয়ে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল "ইস্হাকে তোমার বংশ আখ্যাত হইবে"; তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন, ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ"।

অব্রাহাম এটা নিশ্চিত জানার পরই ঈশ্বরের উদ্দেশে তার প্রিয় পুত্রটিকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন যে ঈশ্বর আবার তার জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন। অবাক হবার কিছুই নাই যে ঈশ্বর তার বিশ্বাস ও বাধ্যতায় অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ২২:১৫-১৮ পদগুলি পড়ুন, যেখানে ঈশ্বর আবার অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন।

ইস্হাকের চেয়ে মহান এক বংশ

প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল এবং প্রথমদিকে এগুলি আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

কিন্তু অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে তার একজন উত্তরাধিকার ইস্হাকের থেকে ও মহান হবে। নূতন নিয়মের (মথি ১:১) প্রথম পদটিই বলছে,

> "যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান"।

যীশুও অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত উত্তরসূরী ছিলেন। গালাতীয় ৩:১৬ পদে পৌল আমাদেরকে এ বিষয়ে বলেছেন -

> "ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল, তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া একবচনে বলেন, 'আর তোমার বংশের প্রতি'; সেই বংশ খ্রীষ্ট"।

সুতরাং এখানেই অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হল যে তিনি ইস্রায়েল দেশে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবেন ও সকল জাতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসবে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছেও প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

যিরূশালেম থেকে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবার জন্য যীশু আবার ফিরে আসবেন তখনই আমরা এই সব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে দেখব।

আমরাও সকলে সেই প্রতিজ্ঞার সহভাগী

আমরা যদি যীশুকে বিশ্বাস করি এবং তিনি যা আমাদের কাছ থেকে আশা করেন তা যদি আমরা পালন করি তবে ঐ সব প্রতিজ্ঞার সহভাগি হতে পারি। গালাতীয় ৩:২৬-২৭ পদ দু'টি পড়ুন।

এই অধ্যায়ের ২৯ পদে আমরা পড়ি-

> "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী"।

আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি এবং এই পৃথিবীতে সুখ শান্তি নিয়ে আসবার মহান কাজে খ্রীষ্টকে সাহায্য করতে পারি। আপনারা স্মরণ করতে পারবেন যে এটা তাঁর একটা প্রতিজ্ঞা ছিল।

> "আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে" (আদিপুস্তক ২২:১৮)।

যীশু ফিরে এসে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার পর এই প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ হবে।

তাহলে অব্রাহাম আশীর্বাদের সহভাগী হবে না ?

কিন্তু আপনার হয়ত চিন্তা করছেন যে তাহলে অব্রাহাম কি পেলেন ? তিনি কোন প্রতিজ্ঞারই ফলাফল লাভ করেননি এবং এখন তিনি মৃত এটা সত্যি কথা (ইব্রীয় ১১:১৩,৩৯-৪০)। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কখনই ব্যর্থ হয় না। যীশু আবার যখন ফিরে আসবেন তখন অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবেন - এবং এ ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিকেও এবং তারা অনন্তকাল ধরে তাঁর সাথে বসবাস করবে এবং এতকাল পূর্বে ঈশ্বর যে সব আশীর্বাদ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেগুলি উপভোগ করবেন।

সারসংক্ষেপ

১. ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'ঊর' দেশ ত্যাগ করতে ও অজানা এক দেশে গিয়ে বসবাস করবার জন্য অব্রাহাম ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন।

২. অজানা সেই দেশটি ছিল ইস্রায়েল দেশ এবং ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে অব্রাহাম অনন্তকাল ধরে এই দেশ অধিকারে রাখবে।

৩. ঈশ্বর এও প্রতিজ্ঞা করেন যে অব্রাহামে একজন সন্তান আসবে; সেই বংশ থেকে একটি মহান জাতির জন্ম হবে এবং সেই সন্তানের বংশ দ্বারা অন্য সকল জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে।

৪. অলৌকিকভাবে অব্রাহামের একটি সন্তান ইস্হাকের জন্ম হল, এ সময়ে তার মা-বাবা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, যীশু খ্রীষ্টও অব্রাহামের একজন সন্তান বা বংশধর (এবং তিনিও কুমারী মরিয়মের মাধ্যমে অত্যন্ত অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন)।

৫. আমরা যদি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি তবে আমরাও অব্রাহামের সন্তান হতে পারি এবং তার কাছে যে সব আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সে সবের সহভাগী হতে পারি।

৬. যীশু যখন এই জগতে আবার ফিরে আসবেন ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তখনই এ সব প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণ হবে।

একটি পরামর্শ

প্রথম প্রথম অব্রাহামের বংশ সম্পর্কিত অনেক বিষয় বোঝা বেশ কঠিন। কিন্তু এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন এগুলি গুরুত্বপূর্ণ? অব্রাহামের যেমন গভীর বিশ্বাস ছিল আপনার যদি তেমন না থাকে তবে আপনি কখনই ঈশ্বরের সেই সব সুন্দর প্রতিজ্ঞার উত্তারাধিকারী হতে পারবেন না । একমাত্র যার দ্বারাই আপনি অনন্তকাল ধরে একটি শ্বাশত শান্তি সুখের জায়গায় বসবাস করতে পারেন।

আর আপনার যদি সেই বিশ্বাস থাকে তবে আপনি অবশ্যই অনন্ত জীবনে সেখানে থাকতে পারবেন, তাহলে সেই অংশগুলি আমরা আরেকটিবার পড়ি না কেন?

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৬

পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য - ১ম অংশ

১. ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সাথে যীশুর দেওয়া শিক্ষার কি মিল আছে ?

২. আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান কিন্তু এর কারণ কি ?

৩. ঈশ্বর অব্রাহামের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞাগুলি করেছেন সেগুলি কি সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়েছে ?

৪. আজকে এ সব প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জন্য এত আর্কষণীয় কেন ?

৫. আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমুহ করা হয়েছে ?

৬. অব্রাহাম ৪ হাজার বৎসর আগে কোথায় বসবাস করতেন ?

৭. অব্রাহাম কেমন ছিলেন এবং কার উপাসনা করতেন ?

৮. ঈশ্বর অব্রাহামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন তা আদিপুস্তকের কোথায় উল্লেখিত ?

৯. ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই প্রতিজ্ঞাগুলি কি কি ?

১০. শুধু অব্রাহামকে নয় ঈশ্বর তার সকল বংশধরদের কনান দেশ দেবার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তখন কি অব্রাহাম ও সারার কোন সন্তান ছিল ?

১১. আজকের দিনে যখন কোন চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের লোকেরা স্বাক্ষর করে তখনই কেবল তা কার্যকরী হয় কিন্তু অব্রাহামের সময়ে ঈশ্বর তার সঙ্গে কিভাবে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন ?

১২. ইস্হাক যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন অব্রাহাম ও সারার বয়স কত ?

১৩. অব্রাহামের একটা প্রচন্ড নিশ্চয়তা ছিল কিন্তু সেটা কি, যে তিনি তার প্রিয় একমাত্র পুত্রকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ?

১৪. যীশু কি অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত উত্তরসুরী ছিলেন ?

১৫. যীশু কোথায় থেকে কখন সমগ্র পৃথিবী শাসন করবেন ?

১৬. আমরা কিভাবে ঐ সব প্রতিজ্ঞার সহভাগী হতে পারি ?

১৭. অব্রাহাম কি জীবিতাবস্থায় প্রতিজ্ঞা সকলের ফলাফল লাভ করেছিলেন ?

১৮. তাহলে কি ঈশ্বর তার প্রতি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেছেন ?

১৯. এতকাল পূর্বে ঈশ্বর যে সব আশীর্বাদ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাহলে সেগুলি কিভাবে অব্রাহাম ও তার উত্তরসুরীগণ উপভোগ করবেন ?

২০. কেন ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন ?

২১. আপনার কি থাকা প্রয়োজন, অব্রাহামের মত, যা থাকলে ঈশ্বরের সেই সব সুন্দর প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হতে পারেন ?

পাঠ - ৭
পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য
২য় অংশ

বাইবেল পাঠ ঃ
ইব্রীয় ১১ অধ্যায়, ২য় শমূয়েল ৭ অধ্যায়, দানিয়েল ২ অধ্যায়

দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

যিহূদীদের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন দায়ূদ তিনি ঈশ্বরের হৃদয়ের একজন মানুষ ছিলেন, ঈশ্বর তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং নাথন ভাববাদীর মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন । ২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬ অংশে বলা হয়েছে-

> "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব, এবং তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা হইতে দূরে যাইবে না। আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে"।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিযানের পর দায়ূদ যিরূশালেমে একটি মনোরম রাজপ্রসাদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে থাকেন ও রাজত্ব করেন, ঈশ্বর কিভাবে তাকে আশীর্বাদ করেছেন ও কিভাবে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকটি সামান্য তাম্বুর নীচে রাখা হয়েছে এ সব বিষয়ে চিন্তা করবার পর রাজা দায়ূদ যিরূশালেমে একটি খুব সুন্দর মন্দির নির্মাণ করতে চাইলেন যেখানে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকটি রাখা যাবে।

(এই নিয়ম-সিন্দুকটি এর মধ্যে দশ আজ্ঞা লিখিতভাবে ছিল। মোশীর মাধ্যমে এটি দেওয়া হয়েছিল। একটি কাপড় দ্বারা সেটি ঢাকা থাকত, এটি ঈশ্বরের সিংহাসন নামে পরিচিত ছিল, যার উপরেই ঈশ্বরের মহিমা-গৌরব প্রকাশিত হত)

ঈশ্বরের ভাববাদী নাথনকে রাজা দায়ূদ বললেন যে তিনি কি করতে চান। নাথন ভাববাদী দায়ূদকে বললেন ঠিক আছে এগিয়ে যাও, কিন্তু সেই রাতে ঈশ্বর নাথনের সাথে কথা বললেন ও দায়ূদের জন্য তাকে একটি বিশেষ বার্তা দিলেন।

দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

২য় শমূয়েল ৭ অধ্যায় আবার বের করুন। এর ১২-১৬ পদগুলিকে দায়ূদের কাছে বলা ঈশ্বরের বার্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এখানে লেখা আছে।

এখানে ঈশ্বর দায়ূদকে একটি সন্তান বা বংশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই প্রতিজ্ঞার মাঝে তিনি বলেছেন, "আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব" (২য় শমূয়েল ৭:১৩)। দায়ূদের মৃত্যুর পর এটি ঘটার কথা ছিল যে "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে" (২য় শমূয়েল ৭:১২)।

দায়ূদের বংশ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

পরে রাজা দায়ূদের একজন পুত্র সন্তান হলে, নাম রাখলেন শলোমন, যিনি তার পর যিরূশালেমে রাজত্ব করলেন। কিন্তু দায়ূদ জীবিত থাকা অবস্থায়ই শলোমন রাজা হলেন (১ম রাজাবলি ১:৩৩-৩৫) এবং একথা অবশ্যই সত্য যে তিনি চিরকালের জন্য রাজত্ব করেননি। প্রতিজ্ঞাত পুত্রটি ছিল আসলে বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব, যে কারণে ঈশ্বর তার সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে" (২য় শমূয়েল ৭:১৪)।

লূকের প্রথম অধ্যায় দেখুন। এখানে আমরা দেখি রাজা দায়ূদের বংশধর - একজন যুবতীর সাথে স্বর্গদূত কথা বলছেন। স্বর্গদূত বলছেন যে তার একটি সন্তান হবে।

> মরিয়মকে স্বর্গদূত বললেন, "তিনি মহান হইবেন, আর তাহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; **আর প্রভু ঈশ্বর তাহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাহাকে দিবেন;** তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন ও তাহার রাজ্যের শেষ হইবে না" (লূক ১:৩২-৩৩)।

আমরা দেখি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা এখানে করেছেন, যীশুর জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে।

১. ঈশ্বর ছিলেন তার পিতা।

২. তিনি চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করবেন।

সারা বিশ্বব্যাপী এক রাজত্ব

ফিরে আসার পর যীশু শুধুমাত্র যিহূদী জাতির রাজা হবেন না, তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করবেন। ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে যিশাইয় ৪৯:৬ পদে বলেছেন -

> "তুমি যে যাকোবের বংশ সকলকে উঠাইবার জন্য ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্বার আনিবার জন্য আমার দাস হও, ইহা লঘু বিষয়; আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিব, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত আমার পরিত্রাণস্বরূপ হও"।

ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা

ইব্রীয় ১১:৩৯-৪০ পদে পৌল পুরাতন বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলেছেন -

> "আর বিশ্বাস প্রযুক্ত ইহাদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহারা প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হন নাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত পূর্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাহারা আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না পান"।

এখন, অব্রাহাম, দায়ূদ ও এমন আরো অনেকে বিশ্বস্ত লোক এই বিশ্বাস নিয়ে মারা গিয়েছেন যে যীশু খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তারা আবার জীবিত হয়ে উঠবেন ও তাদেরকে 'নির্দোষ বলা হবে' অর্থাৎ যারা যীশুতে বিশ্বাসী তাদের সাথেই তারা অনন্ত জীবন লাভ করবেন।

আপনি দয়া করে ইব্রীয় ১১ সম্পর্ণ অধ্যায়টি পড়ুন ।

মূল পদ

আমরা দেখেছি, যীশু খ্রীষ্ট অব্রাহাম ও দায়ূদ উভয়েরই সন্তান বা বংশধর।

নূতন নিয়মের প্রথম পদটি শুরু হয়েছে এ কথা দিয়ে যে "যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহমের সন্তান"। সুতরাং আমরা পুরাতন নিয়ম পড়লে ও ঠিকমত বুঝলেই কেবল নূতন নিয়ম বুঝতে পারি। আর আমরা ঈশ্বরকে

বুঝতে পারলেও তাকে বিশ্বাস করলেই কেবল আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি।

সারসংক্ষেপ

১ ঈশ্বর রাজা দায়ূদকে একটি সন্তান দেবার প্রতিজ্ঞা করেন ।

২ এই সন্তানটি হবে ঈশ্বরের সন্তান।

৩ তিনি দায়ূদের সিংহাসনে চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করবেন।

৪ আর সেই সন্তানটি হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট ।

৫ যীশু যখন এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তখন ঈশ্বরের সকল বিশ্বস্ত দাসকে অনন্ত জীবন দান করা হবে ও তারা তাঁর সাথে তার রাজত্বের সহভাগী হবে।

পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা

বাইবেলের একটা আশ্চর্য্য গুণ হচ্ছে এটি ভবিষ্যত সম্পর্কিত সকল দ্বিধা-দ্বন্দ দূর করে দেয় । ভবিষ্যতে কি ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে নিজেদের জন্য চিন্তাভাবনা করা বাইবেলের সতর্ক পাঠক হিসাবে আমাদের কখনই উচিত না । এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, বাইবেল এই পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরে যারা বসবাস করে তাদের নিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে । সেই সব লোক যারা নিশ্চিত জানে যে, ঈশ্বরই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান এবং তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য । এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও মানবজাতিকে এর উপরে থাকতে দিয়েছেন এবং এ সব নিয়ে তার উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ছিল।

আপনি যদি চিন্তা করেন -

আমাদের এই দ্বন্দ্ব-

সংঘাত বা সন্ত্রাসপূর্ণ সমাজ,

এই অন্যায় অন্যায্যতা ও দূর্ণীতি,

রোগ-শোক-ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের সুসম বন্টন, সার্বক্ষণিক যুদ্ধের হুমকি এ সব নিয়ে!

তাহলে অবশ্যই ভবিষ্যতের সুখী শান্তিময় পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবো, যা হয়ত আমরা একটু ধারণাও করতে পারি।

একটু কল্পনা করতে চেষ্টা করুন যে সেই অবস্থাটি কেমন, যখন এই পৃথিবী শাসিত হবে সম্পূর্ণ ন্যায্যতায় ও উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় একেবারে হাজার বছর ধরে চললে পৃথিবী হয়ে উঠবে সত্যিই সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি জায়গা। সেখানে কখনো যুদ্ধের আতঙ্ক থাকবে না, সেখানে খাদ্য সংকট থাকবে না বরং যথেষ্ট পরিমাণ খাবার থাকবে সবার জন্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকবে সবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কোন সমস্যা থাকবে না এবং অর্থ-বিত্তের ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়াবে অতীতের বিষয়। এখানে কি সবকিছুই সর্বাঙ্গে সুন্দর বা উত্তম হবে? তাহলে, আসুন দেখি ঈশ্বর তাঁর 'পৃথিবী' গ্রহটি সম্পর্কে কি বলেছেন - প্রকাশিত বাক্যে ৪:১১ -

> "হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য, কেননা তুমিই সকলই সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে"।
>
> উপদেশক ১:৪ পদ "এক পুরুষ চলিয়া যায়, আর এক পুরুষ আইসে; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী"।
>
> যিশাইয় ৪৫:৫-১৩, ১৮-২৩ পদগুলি দয়া করে দেখুন।

যীশু তার শিষ্যদের সাথে যে প্রার্থনাটি করেছিলেন, যেটা প্রভুর প্রার্থনা বলে পরিচিত সেই প্রার্থনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে কেন ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রার্থনায় যীশু বলেছিলেন

> "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" (মথি ৬:১০)।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা

ঈশ্বর খুব ভাল করে জানেন তার উদ্দেশ্য কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন এবং তিনি খুব পরিষ্কারভাবে তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। দানিয়েল ভাববাদী ছিলেন ঈশ্বরের সেবায় রত একজন মহান ব্যক্তি। ব্যবিলন সম্রাটের রাজ দরবারে বড় কর্মকর্তা পদে ছিলেন এবং এখনই বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকের ২য় অধ্যায় না পড়া পর্যন্ত আপনি সম্পূর্ণভাবে কিছুই জানতে পারবেন না। ৪৪ পদটি লক্ষ্য করুন -

"আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না"।

আর এই অধ্যায়ের ৩৫ পদটি বলে, এই রাজ্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করবে।

সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক সাম্রাজ্য, যা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।

রাজা

ঈশ্বর যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তার জন্য অবশ্যই একজন রাজা লাগবে। তাঁর প্রিয় পুত্র-যীশুর থেকে কে এই ক্ষেত্রে বেশি ভালো হবে? ঈশ্বর পুত্র ও এখনও পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে অপরিসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং একই সময়ে তিনি মানব জাতির দুর্বলদের প্রতি দয়ামায়া বা সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। নির্দোষ এই রাজা অমরণশীল। এখন একটি আইন ঘোষণা ও বলবৎ করবে, যা মানুষের মাঝে এমন একটি উৎসাহ সৃষ্টি করবে যার ফলে মানুষ ঈশ্বরের সমস্ত উত্তমতা তাঁর সমস্ত সুন্দর কাজের জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করবে।

স্বর্গদূত তাঁর মায়ের কাছে তাঁর জন্মের ব্যাপারে কথা বলার সময়ই যীশুকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন -

"...আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না"। লূক ১:৩২-৩৩।

এই পৃথিবীতে তার জীবদ্দশায় তিনি কখনই রাজা হননি, কিন্তু তিনি আবার তার ক্ষমতা ও গৌরব নিয়ে ফিরে আসবেন তখন তিনি 'রাজা' হবেন।

মথি ২৫:৩১ পদ বলে -

"আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন"।

৩৪ পদ বলে -

"তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ-পাত্রেরা জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও"।

যীশুর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের কাছে ২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬ পদে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটাতে পূর্ণতা লাভ করবে।

যোহন ১৮:৩৬-৩৭ পদে পীলাতের সম্মুখে যীশুর বিচারের সময় পীলাত যীশুকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি রাজা ? যীশু তাকে উত্তর দিলেন - "....আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই।"

আসুন গীতসংহিতা ২:৭-৯ পদগুলি দেখি -

> "আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র; অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি, আমার নিকটে যাচঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব, পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকারে আনিয়া দিব। তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে, কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড করিবে"।

এর সাথে প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ ; ১৯:১৫-১৬ পদগুলিও পড়ুন।

পৃথিবীতে যীশুর ফিরে আসা

ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে যে তাঁর পুত্র যীশু সমগ্র পৃথিবীর উপরে রাজা হবেন। তিনি এমন একজন রাজা হবেন যাকে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই দেখবে ও সম্মান করবে। এ জন্য প্রয়োজন যীশুর এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসা এবং সেটিই ঘটতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। যীশু স্বর্গে চলে যাবার সময় স্বর্গদূতেরা কি বলেছিলেন স্মরণ করুন।

> "...হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া কহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" (প্রেরিত ১:১১)।

আরও বহু পদের কথা উল্লেখ করা যায় - প্রায় তিনশতেরও ঊর্দ্ধে, যেখানে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে রাজা হিসাবেই যীশু এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীর ওপর যারা থাকেন তাদেরকে নিয়েই ঈশ্বরের সকল কাজ।

রাজা ও তাঁর লোকেরা

সাধারণ রাজা বা শাসকরা 'ক্ষমতা' ভালোবাসে এবং তাদের জনগণকে যতটা না বেশি ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি তাদের ক্ষমতার প্রয়োগ করা বা শাসন করাকে বেশি ভালোবাসে। যীশু এমন নয়। চারটি সুসমাচার এমন একজন যীশুর কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে যিনি সব সময়ই অন্যকে সামনে এগিয়ে দেন ও নিজেকে পিছনে রাখেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা খাঁটি বা নির্দোষ শাসক, কারণ যিশাইয় ১১:২-৪ পদ বলে, "আর সদাপ্রভুর আত্মা - প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভু-ভয়ের আত্মা - তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন"। তার শাসনকার্য্য সম্পর্কে গীতসংহিতা ৭২:১১-১৪ পদ বলে -

> "হ্যাঁ, সমুদয় রাজা তাহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাহার দাস হইবে। কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে"।

এই পৃথিবীতে শাসন করতে আসার পর যীশুর প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হবে, সাধারণ বা দরিদ্র মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

বিশ্ব রাজধানী

মীখা ৪:২ পদ বলে, "...কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে।"

সখরিয় ১৪:৯ ও ১৭ পদ বলে, "...আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন", "...আর পৃথিবীর গোষ্ঠী সকলের মধ্যে যাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে যিরূশালেমে না আইসে, তাহাদের উপরে বৃষ্টি হইবে না"।

শান্তি ও প্রাচুর্য্য

যিশাইয় ৩২:১ ও ১৭ পদ বলে, "দেখ, এক রাজা ধার্মিকতার রাজত্ব করিবেন, ও শাসনকর্তৃগণ ন্যায়ে শাসন করিবেন...", "আর শান্তিই ধার্মিকতার কার্য্য হইবে, এবং চিরকালের জন্য সুস্থিরতা ও নিঃশঙ্কতা ধার্মিকতার ফল হইবে"।

মীখা ৪:৩,৪ পদে পরিষ্কার ভাষায় এই আদর্শ রাজত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতি আর কখনই একজন আর একজনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। এর ফলশ্রুতিতে দারিদ্রতা অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, সব জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে খাবার থাকবে এবং আরও বেশি বেশি টাকা বানানোর জন্য ভূমিহীন বা আশ্রিতদের আর ভয় থাকবে না যে ভূস্বামী তাদেরকে উচ্ছেদ করবে।

এই সুসমাচার সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে আমোষ ৯:১৩ পদে।

স্বাস্থ্য ও সুখ

সমাজে বসবাস করার জন্য হাজারো আইন-কানুনের বেড়াজাল, সে সবই উঠিয়ে দেওয়া হবে। সকল ধরনের খারাপ ও দুঃশ্চিন্তা চলে যাবে এবং সকল লোকেরা সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করবে, যা সত্যিই অকল্পনীয়। বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি করা বেশ লম্বা জায়গার প্রয়োজন, কিন্তু অনুরোধ করি যিশাইয় ৩৫:১,২,৫,৬,১০; ৬৫:১৯-২২ পদগুলি পড়ুন।

পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে যীশু সেই ভবিষ্যৎ রাজ্যের কিঞ্চিত স্বাদ প্রদান করেন তখনকার সবাইকে। তার মাধ্যমে বোবা কথা বলতে পারল, খোঁড়া হাঁটতে পারল, বধির বা কালারা শুনতে পারল, অন্ধরা দেখতে পেল এবং এমনকি যারা মরে গিয়েছিল তাদের অনেকেই জীবন ফিরে পেল।

ঈশ্বরের রাজ্যে মরণশীল জনসাধারণের সকল আশাই পরিপূর্ণভাবে পুরণ করা হবে। সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত যে মৃত্যু আশংকা তাও ব্যাপকভাবে তিরস্কৃত হবে, যিশাইয় ভাববাদীর কাছে ঈশ্বর বললেন, বৃক্ষেরা যতদিন বাঁচে মানুষও ততদিন জীবিত থাকবে, 'শিশুটি মৃত্যুবরণ করবে শতবর্ষ প্রাচীণ হয়ে' (৬৫:২০) এবং সকল লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করে তাতে বসবাস করতে ও তার নিজস্ব জমিতে চাষবাস করে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকবে।

অমরতা ও মরণশীলতা

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা চিন্তা করব। পৃথিবীতে যীশুর একহাজার (১০০০) বছরের রাজত্বের সময় 'মরণশীল' ও 'অমর' এই দুই শ্রেণীর লোক থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬)। মরণশীল লোকেরা এখন আমাদের মত, যারা অমর বা অক্ষয়তা লাভ করে নাই এবং বহু বছর তারা জীবন-যাপন করবে সুখ ও সন্তুষ্টির সাথে, কিন্তু তারা অবশ্যই মৃত্যু ও অপরাধ/দুর্নীতির অধীনে থাকবে, আর অমর বা অক্ষয়তা লাভকারী ব্যক্তিরা অপরাধ/দুর্নীতির ঊর্দ্ধে উঠে বা

পরিবর্তিত হয়ে অপরাধমুক্ত থাকবে ও তারা কখনই মরবে না। এটা বোঝানোর জন্য আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের ত্রিমাত্রিক একটি রেখাচিত্রের কাঠামো ব্যবহার করতে পারি, যা হবে এমন-

যীশু খ্রীষ্ট

অক্ষয় রাজা

।

তাঁর অক্ষয় সাহায্যকারী

।

রক্ত ও মাংসের সাধারণ মরণশীল লোকেরা

ঐশ্বরাজ্যের প্রজারা

এতে কোন সন্দেহ নাই যে ঈশ্বরের রাজ্যের বাসিন্দা হবে সাধারণ মরণশীল লোকেরা। তবে বাইবেল বলে এ সম্পর্কে যে এই সব সাধারণ লোকেরা যারা বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের রাজত্বের অধীনে সন্তুষ্টিময় এক উপভোগ্য জীবন-যাপন করবেন।

এখানে সেই ধরনের লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা তরবারি দিয়ে লাঙ্গলের ফলা প্রস্তুত করবে, যারা অনেক সন্তান উৎপাদন করবে, আঙ্গুর গাছ ও ডুমুর গাছ লাগাবে, নানা ফসলের বীজ বুনবে ও সর্বপূর্ণতায় আনন্দ উপভোগ করবে এবং সকলেই ভয়-শংকা মুক্ত অভিনব পরিবেশে বসবাস করবে। এই লোকেরা বৃক্ষরাজির মত দীর্ঘ জীবন পাবে (ঠিক যতদিন বড় বড় গাছ বাঁচে), কিন্তু অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে না। তারা মহা আশীর্বাদযুক্ত ও অত্যন্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী হবে কিন্তু তারপরেও তারা মরণশীল।

ঈশ্বরের রাজ্যের রক্ত ও মাংসের অধিবাসী হিসাবে তারা লক্ষ্যণীয়ভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে এবং বিশ্বস্তভাবে ও সত্যের আত্মায় ঈশ্বরের সেবা করার জন্য পরিচালিত হবে। পূর্ণ বাধ্যতায় চললে অবশেষে তাঁরা অমরতা প্রাপ্ত হবে। তাদের এই পূর্ণ বিশুদ্ধতার পথে পরিচালনা করতে ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতে ঈশ্বর তাদের জন্য অক্ষয় শিক্ষক দান করবেন। বাইবেল এ সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি পদে বলছে -

২য় তীমথিয় ২:১১-১২ :

"কারণ আমরা যদি তাহার সহিত মরিয়া থাকি, তাহার সহিত জীবিতও হইব; যদি সহ্য করি, তাহার সহিত রাজত্বও করিব"।

প্রকাশিত বাক্য ২০:৬ :

"যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সেই সহস্র বছর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে"।

প্রকাশিত বাক্য ৫:১০ :

"এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে"।

ঈশ্বর এই পৃথিবীর উপরে কি মহান তাৎপর্যপূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন যে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য জানা হল। বাইবেলের অন্যান্য অংশে ঈশ্বর এই সব চিহ্ন প্রকাশ করেছেন যেগুলি ঐশ্বীরাজ্যের কাছাকাছি অনেক বিষয়কে দেখায় - তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, যিহূদীদের ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসা।

এথেন্স নগরীতে গ্রীক জনসাধারণের সামনে বক্তব্য দেবার সময় পৌল এ সম্পর্কে একেবারে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কিছু কথা বলেছেন -

"ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন; এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্যে হইতে তাহাকে উঠাইয়াছেন" (প্রেরিত ১৭:৩০-৩১)।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা এমন উৎসাহজনক দর্শন যা তাঁর রাজ্যের জন্য আনয়ন করবেন তার জন্য আরও কত গভীর আন্তরিকতার সাথে আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত যে "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক"। কিন্তু ঈশ্বর দাবী করছেন যেন আপনি অনুতপ্ত হন আপনার সকল খারাপ কাজ বা অপরাধের জন্য এবং যেন ঈশ্বরের ক্ষমা এখনই লাভ করেন, কারণ এমন দিন আসছে, যেদিন আপনার-আমার সকলের সকল কাজের বিচার করা হবে - এবং সেই বিচারের সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

১. ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেন সেখানে তার লোকেরা বসবাস করে এবং তাকে তারা আনন্দ দান করে।

২. উপরোক্ত বিষয়কে নিশ্চয়তা দান করা এবং এই পৃথিবীকে মানবজাতি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে না ফেলে সে জন্য এই পৃথিবীর উপরই ঈশ্বর তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

৩. ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন যে যীশু খ্রীষ্ট হবেন সেই রাজ্যের রাজা।

৪. সেই রাজার বিচক্ষণ ও সর্বময় ক্ষমতার সুশাসন দ্বারা - এই সকলের বসবাসের উপযোগী সুন্দর এক পৃথিবী হয়ে উঠবে। শত সহস্র বছর ধরে লোকেরা এখানে পরম নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। তাদের মন শান্তিতে ভরপুর থাকবে এবং সকল ভয়-শংকা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। এবং এসবের পরেও সকল মানুষ তাদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও ফলাফল উপভোগ করবে এবং ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করবে।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৭

পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য - ২য় অংশ

১. যিহূদীদের দ্বিতীয় রাজা কে ছিলেন ?

২. যিরূশালেমে কে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ?

৩. মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া দশ আজ্ঞা লিখিতভাবে কোথায়, কিভাবে ছিল ?

৪. ঈশ্বর তার নিমিত্তে একটি গৃহ ও তার রাজ সিংহাসন চিরস্থায়ী করার বার্তা কোন ভাববাদীর মাধ্যমে দায়ূদের কাছে পাঠালেন ?

৫. দায়ূদের সন্তানের নাম কি ? যিনি দায়ূদের মৃত্যুর পর যিরূশালেমের রাজত্ব করলেন ?

৬. আসলে দায়ূদের বংশে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত পুত্রটি কে ?

৭. যীশু ফিরে আসার পর কি শুধু যিহূদীদের রাজা হবেন ?

৮. অব্রাহাম, দায়ূদ ও এমন আরো অনেক বিশ্বস্ত লোক কি বিশ্বাসে মারা গেছেন ?

৯. পবিত্র বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রথম পদটি অনুযায়ী যীশু কোন্ কোন্ বংশের সন্তান ?

১০. ঈশ্বরের সন্তানের নাম কি ?

১১. কারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য ?

১২. মথি ৬:৯-১০ পদ অনুযায়ী আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়, কেমনভাবে আইসুক বলে কামনা করি ?

১৩. দানিয়েল ২:৪৪ পদ অনুযায়ী স্বর্গের ঈশ্বর যে রাজ্য স্থাপন করবেন তা কি কখনও বিনষ্ট হবে ?

১৪. স্বর্গদূত কি যীশুর মায়ের কাছে তার জন্মের ব্যাপারে কথা বলার সময়ই যীশুকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছেন ?

১৫. যীশু কি এই পৃথিবীতে তার জীবদ্দশায় রাজা ছিলেন ? কখন তিনি রাজা হবেন ?

১৬. যোহন ১৮:৩৭ পদ অনুযায়ী পিলাত যীশুকে কি প্রশ্ন করেন ?

১৭. ঈশ্বরের কি পরিকল্পনা আছে যীশুকে নিয়ে ?

১৮. প্রেরিত ১:১১ পদ অনুযায়ী যীশু কোথায় গমন করিলেন ? তিনি কিভাবে আগমন করিবেন ?

১৯. সাধারণ রাজা বা শাসকরা কি ভালোবাসে ?

২০. চারটি সুসমাচারেই যীশু কেমন শাসক হবেন বলে উল্লেখ করা হয় ?

২১. এই পৃথিবীতে শাসন করতে আসার পর যীশুর প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় কি হবে ?

২২. মীখা ৪:৩,৪ পদে পরিষ্কার ভাষায় এই আদর্শ রাজত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে কি যুদ্ধ থাকবে ?

২৩. পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে যীশু সেই ভবিষ্যৎ রাজ্যের কিঞ্চিত স্বাদ প্রদান করেন সেগুলি কি কি ?

২৪. যিশাইয় ভাববাদীর কাছে ঈশ্বর কি বললেন মানুষ কতদিন বেচে থাকবে ?

২৫. যীশু পৃথিবীতে কত বছর রাজত্ব করবেন ? সেই সময় কোন দুই শ্রেণীর লোক থাকবে ?

২৬. এমন একটি পদ মুখস্থ লিখুন যা দ্বারা বোঝা যায় যে দায়ূদের সন্তান চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করবেন ?

২৭. আপনি যদি সেই ঐশ্বরাজ্যের একজন প্রজা হন তবে সেখানে কি দায়িত্ব পালন করতে চান ?

২৮. আপনার কি মনে হয়, আজকে যেমন বহু মহনগরী রয়েছে ঈশ্বরের রাজত্বের সময় কি এগুলি থাকবে ?

২৯. প্রেরিত ১৭:৩০-৩১ পদে কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছিলেন। যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগত সংসারের বিচার করিবেন - কে এই বিচারক ব্যক্তিটি আমাদের বিচার করিবেন ?

৩০. ঈশ্বর আমাদের কাছে কি দাবী করেছেন ?

পাঠ - ৮
মানুষ

বাইবেল পাঠ ঃ
আদিপুস্তক ২ ও ৩ অধ্যায়

মৃত্যু

আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সকল মানুষই মারা যায়। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে, কিন্তু 'মৃত্যুর পরবর্তী জীবন' নিয়ে সাধারণ কোন ঐকমত নাই। আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, যে কারণে এ সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না। বাইবেলে বর্ণিত মাত্র কয়েকটি ঘটনা ছাড়া আমরা কোন ব্যক্তির কোন একটিও ঘটনা সম্পর্কে জানি না যে তারা মৃত্যুর মধ্য থেকে ফিরে এসেছে। যেগুলোর কয়েকটি এমন যে লাসারের মৃত্যু থেকে জীবন লাভ, বিধবা সন্তান-এর পুত্রের জীবনলাভ, যায়িরের কন্যার জীবনলাভ, এরপর যীশু নিজে মৃত্যুকে জয় করে জীবন লাভ করেন। দর্কাকে পিতর মৃত্যু থেকে জীবন দান করেন ও একজনকে প্রেরিত পৌল জীবিত করে তোলেন। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সীমাবদ্ধ কতকগুলো সময়ে ঈশ্বর বিশেষভাবে তার মনোনীত কয়েকজন দাস কর্তৃক এ ধরনের কতকগুলি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ আছে।

মানুষ কি ?

মানুষ একটি সত্ত্বা, যা জন্মগ্রহণ করে, জীবনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন যাপন করে ও শেষে মৃত্যুবরণ করে। বাইবেল আমাদেরকে এর থেকেও অনেক বেশি কিছু বলে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই বাইবেল লিখতে সাহায্য করেন, আমাদের যা কিছু জানা প্রয়োজন সবকিছুই তিনি সেখানে বলেছেন। বাইবেল আমাদের বলে কেন আমরা মরণশীল জীব ও কিভাবে রক্ষা বা আরোগ্য পেতে পারি তাও বলে। আদিপুস্তক ২:৭ পদে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা পড়ি -

> "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল"।

আগে দেহ ছিল নির্জীব, এরপর এটি হয়ে ওঠে জীবন্ত প্রাণী। ঈশ্বর মানুষের নাসিকায় যে শ্বাসবায়ু দিয়েছিলেন সেটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেলেই মানুষ মৃত জীবে পরিণত হয়।

ঈশ্বর নর ও নারীকে সৃষ্টি করার পর তাদের জন্য পালনীয় কিছু আইন দিলেন যে তাদেরকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই এদন উদ্দ্যানে সব গাছের সব্জি ও ফল তারা খেতে পারবে, শুধুমাত্র মাঝখানে অবস্থিত ভালো ও মন্দ জ্ঞানের ধারক গাছটির কোন ফল খেতে পারবে না। আদিপুস্তক ২:১৭ পদটি পড়ুন। ঐ গাছের ফল খেলে তারা অবশ্যই মারা যাবে। আদিপুস্তক ৩:১-১৩ পদ আমাদেরকে বলে, আদম ও হবা কিভাবে ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হয়েছিল। ঈশ্বরের আইন অমান্য করে তারা পাপ করেছিল ও তারা মৃত্যুর উপযুক্ত দোষী হয়েছিল। প্রেরিত পৌল বুঝতে সাহায্য করেন যে সেই পাপ কিভাবে আমাদেরকে দোষী সাব্যস্থ করে। রোমীয় ৫:১২ পদে তিনি বলেন, "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল"। ঈশ্বর আদমকে বললেন, "তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৯)।

উপদেশক ৩:১৮-২০ পদে যে কথাগুলি লেখা আছে সেগুলি সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন -

> "আমি মনে মনে কহিলাম, ইহা মনুষ্য-সন্তানদের নিমিত্ত হইতেছে, যেন ঈশ্বর তাহাদের পরীক্ষা করেন, আর যেন তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহারা নিজেই পশুবৎ। কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি এইরূপ ঘটনা ঘটে, এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে; তাহাদের সকলেরই নিঃশ্বাস এক, পশু হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা সকলই অসার। সকলেই এক স্থানে গমন করে, সকলেই ধূলি হইতে উৎপন্ন, এবং সকলেই ধূলিতে প্রতিগমন করে।"

এই পদগুলিতে ঈশ্বর যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, মানুষ ও পশু উভয়ই মারা যায় এবং মৃত্যুর পর তাদের কারোরই জীবনো অস্তিত্ব থাকে না। দয়া করে উপদেশক ৯:৫-৬ ও গীতসংহিতা ৬:৫ ও ৪৯ অধ্যায়টি পড়ুন।

যারা মৃত বাইবেল তাদের সম্পর্কে বলে যে, তারা 'নিদ্রিত'। "তৎকালে যে মহান অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন...আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে - কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশ্যে" (দানিয়েল ১২:১-২)। প্রেরিত ১৩:৩৬ ও ১ম করিন্থীয় ১৫:৬ পদগুলি পড়ুন।

আত্মা অমর নয়

কিন্তু অনেকে হয়ত বলবেন : 'আমাদের রয়েছে এক অক্ষয় আত্মা, যেটি আমাদের মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যায়'। আপনি হয়ত জেনে থাকবেন যে, বাইবেল কিন্তু সে শিক্ষা দেয় না। আসুন আমরা এ বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করি।

'অক্ষয়' শব্দটি ১ম তীমথিয় ১:১৭ পদে লেখা আছে, যেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে এটি বলা হয়েছে -

> "যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, **অক্ষয়** অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক"।

'অমরতা' বা 'অক্ষয়তা' শব্দটি সম্পর্কে এই পদগুলি দেখুন - রোমীয় ২:৭; ১ম করিন্থীয় ১৫:৫৩,৫৪ পদ; ১ম তীমথিয় ৬:১৬ ও ২য় তীমথিয় ১:১০। ১ম তীমথিয় ৬:১৬ পদ পড়লে আমরা দেখব এখানেও আবারও ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "যিনি **অমরতার** একমাত্র অধিকারী, অদম্য দীপ্তিনিবাসী, যাহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই..."।

বাইবেলের আর কোথাও আমরা 'অক্ষয় আত্মা' শব্দটি দেখতে পাই না। একমাত্র ঈশ্বরের রয়েছে এই অমরতা বা অক্ষয়তার প্রকৃতি। মৃত্যু থেকে যীশুকে জীবিত করে তোলার পর একমাত্র যীশুকেই এই অমরতা দান করেছেন ঈশ্বর এবং তার দাস যীশু খ্রীষ্ট যখন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তখনই তাঁকে এই অমরতার দান করা হবে। বাস্তবিক পক্ষে যিহিষ্কেল ১৮:৪ পদে আমরা পড়ি, "দেখ, সমস্ত প্রাণ [ইংরেজী বাইবেলে (KJV) 'soul' অর্থাৎ 'আত্মা'] আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার; **যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে"**। সুতরাং আত্মা নিশ্চিতভাবেই মরণশীল। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনার একটি অমরণশীল আত্মা রয়েছে যা স্বর্গে চলে যায় বা যাবে, তাহলে নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে ভেবে দেখুন :

ক) কিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্ট "অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন", (২য় তীমথিয় ১:১০) যখন মানুষ আদমের সময় হতে অক্ষয় হয়ে আছে ?

খ) অক্ষয়তা বা অমরতা যদি বর্তমানে অবস্থিতি করতে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে তাকে খুঁজে পাবো (রোমীয় ২:৭) ?

গ) আদমের যদি অক্ষয় এক আত্মা থাকত তবে এদন উদ্যান থেকে তাকে বিতাড়িত করার সময় কেন বলা হয়েছিল "...এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়" (আদিপুস্তক ৩:২২) ?

ঘ) ধার্মিকের আত্মা মৃত্যুর পর যদি স্বর্গে চলে যায় তাহলে পুনরুত্থানের কি প্রয়োজন রয়েছে ?

ঙ) যোহন ৩:১৩ পদ বলে, "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই", এবং প্রেরিত ২:৩৪ পদে পিতর বলেন, "...কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নাই"।

এ সব প্রশ্নের উত্তর একেবারে সোজা তা হচ্ছে, "আত্মা অমর নয়"। কিন্তু আপনি হয়ত উপদেশক ১২:৭ পদটি লক্ষ্য করেছেন, যেখানে লেখা আছে, "....এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে"।

গভীরভাবে লক্ষ্য করুন-

ক) পদগুলি ভালো ও মন্দ আত্মার মাঝে কোন পার্থক্য দেখায় না।

খ) আত্মা যদি ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়, তবে সেই আত্মা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, প্রথম এটি সেখানে ছিল। কিন্তু কে বলবে যে পৃথিবীতে পার্থিব জীবনে প্রবেশ করবার আগে এই আত্মার সচেতন অস্তিত্ব ছিল ? তাহলে মৃত্যুর পরও এই আত্মার সচেতন অস্তিত্ব থাকবে তা চিন্তা করার কোনই কারণ নাই।

গ) ইংরেজীতে 'স্পিরিট' (হিব্রু ভাষায় 'রুহু') শব্দটি একইভাবে উপদেশক ৩:১৯ পদে 'নিশ্বাস' (বা 'প্রাণবায়ু') হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। এখানেও এটি সমানভাবে পশুর অর্থ ও প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও এই যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে যে পশুর আত্মাও অক্ষয় ?

(ঘ) উপদেশক পুস্তকের লেখক অত্যন্ত প্রবলভাবে মানুষের মরনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন (৯:৫-১০)।

‘আত্মার অমরতার’ ধারণাটি কোথা থেকে এলো ?

একেবারে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মাঝে এই ধারণাটি ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আত্মার অমরতার এই ধারণাটি মন্ডলীতে অনুপ্রবেশ করে। যারা এটি বিশ্বাস করত তাদের ধর্ম যুৎসই করে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এটি অনুপ্রবেশ করেছিল। আজ পর্যন্ত এটি রয়ে গেছে। একটা মজার বিষয় আছে এখানে লক্ষ্যণীয় যে ১৯৪৫ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের ‘চার্চ’ অব ইংল্যান্ড এর উচ্চ পর্যায়ের এক কমিটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি বই প্রকাশ করেন, যার শিরোণাম ছিল “টুয়ার্ডস দ্যা কনভার্সন অব ইংল্যান্ড”। বইটি ২৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : “মানব আত্মার (বা চেতন বা বিবেক) অমরতার ধারণাটি বাইবেল থেকে নয় কিন্তু গ্রীক জ্ঞানের উৎস হতে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত”। তাহলে মণ্ডলীর নেতারা স্পষ্টভাবে এটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে আত্মার অমরতার ধারণাটি বাইবেল থেকে আসেনি। সুতরাং এই ধারণা এখন আমাদের মাথার থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত যে আমাদের একটি মরণশীল আত্মা রয়েছে। এবং বাইবেল এ বিষয়ে কি বলে তা খেয়াল করা উচিত। একমাত্র ঈশ্বরেরই রয়েছে সেই অমরণশীলতা বা অমরতা। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই যীশু খ্রীষ্টকে সেই অমরতা দান করেছেন, যিনি এখন অনন্তকালের জন্য জীবন্ত এবং যীশুও এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যদি আমরা শর্তসমূহ পালন করি তবে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই অমরতা লাভ করব।

নরক - মৃতদের স্থান

আমরা দেখেছি যখন লোকেরা মারা যায় তখনই তাদের মরণশীল অস্তিত্বের যবনিকা পতন হয় বা শেষ হয়। অধিকাংশরাই মারা গেলে মৃত দেহটিকে একটি স্থানে - কবরস্থানে সমাধিস্থ করে। অনেকে আছেন তারা বলেন, মারা যাবার পর ভালো লোকদের আত্মা চলে যায় স্বর্গে এবং খারাপ লোকদের আত্মা যায় নরকে, যেখানে তারা শাস্তিভোগ করে অথবা তার থেকে কম শাস্তি বা ভালো স্থানে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ এ সব লোকেরা বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষেরই একটি অমরণশীল আত্মা রয়েছে, যেটি আসলে মরেনা বেঁচে থাকে। কিন্তু আমরা দেখলাম, বাইবেল এই ধরনের কোন অমরণশীল আত্মার ধারণাকে সমর্থন করে না। তাহলে কোথা থেকে সেই কথা ও নরকের ধারণাটি এলো ?

পুরাতন নিয়ম প্রথমে লেখা হয় হিব্রু ভাষায় এবং পরবর্তীতে সেটি ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। হিব্রু ভাষায় “সিয়ল” কথাটির অর্থ “আবৃত স্থান”,

যেটি আসলে কবরস্থান। ইংরেজী বাইবেলে (KJV) এই 'সিয়ল' শব্দটি ৩১ বার অনুবাদ করা হয়েছে 'নরক' বোঝানোর জন্য এবং অন্যান্য ৩১ বার বোঝানো হয়েছে "কবরস্থান" হিসাবে। তাহলে, নরক ও কবরস্থান একই স্থান।

নূতন নিয়ম প্রথমে লেখা হয় গ্রীক ভাষায়। নরকের গ্রীক প্রতিশব্দটি হচ্ছে, "হেডেস", এবং তা হিব্রু ভাষায় ঠিক 'সিয়ল'-এর অর্থের সমান। এক্ষেত্রে আমরা প্রেরিত ২:৩১ পদে পড়ি যে "অতএব পূর্ব হইতে দেখিয়া তিনি খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাহাকে পাতালে [ইংরেজী বাইবেলে 'নরক'] পরিত্যাগও করা হয় নাই, তাহার মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই"। যীশু যখন মারা যান তখন তাকেও একটি গুহার মধ্যে রাখা হয়, যেটি আসলে আবৃত স্থান বা 'হেডেস'। কিন্তু তাঁকে সেখানে পড়ে থাকতে হয়নি ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নেন।

নরক শব্দটির জন্য আর একটা গ্রীক শব্দ আছে। সেটা হচ্ছে, 'গেহেনা'। এই গেহেনা আসলে যিরূশালেমের একটু বাইরের দিকে অবস্থিত হিন্নোম উপত্যকার নাম। এটা সেই স্থান যেখানে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা তাদের সন্তানদের 'মলেখ' দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত (২য় বংশাবলি ২৮:৩; ২য় রাজাবলি ২৩:১০) । পরবর্তী পর্যায়ে স্থানটি নগরীর আবর্জনার স্থানে পরিণত হয়, এমনকি সেখানে সমস্ত শাস্তিপ্রাপ্ত দুষ্ট লোকদের মৃতদেহ এনে ফেলা হত ও তা পুড়িয়ে ফেলা হত। সুতরাং যীশু প্রায়ই বাস্তব দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ ব্যবহার করতে গিয়ে এই উপত্যকার কথাটি ব্যবহার করেছে যেখানে সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যীশু একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাবার থেকে বরং একটি অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া ভালো - এটা আসলে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মার্ক ৯:৪৩,৪৫,৪৭ পদগুলি পড়ুন।

মথি ১০:২৮ পদে যীশু আরও যা বলেছেন সেটি লক্ষ্য করা উচিত-

> "আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে ('গেহেনা') বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর"।

এই উদ্বৃতির দ্বিতীয় অংশটি দেখায় যে ঈশ্বর আত্মাও (জীবন) ধ্বংস করতে পারেন, সুতরাং আত্মা কখনই অমরণশীল হতে পারে না।

এই পদটির প্রথম অংশের অর্থ এই যে শাসনকর্তারা একজন ব্যক্তিকে মেরে ফেলতে পারে কিন্তু তারা তাকে কখনও স্থায়ীভাবে ও চূড়ান্তভাবে মেরে ফেলতে পারে না। কারণ খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের ক্ষেত্রে - "তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে" (কলসীয় ৩:৩), এবং পুনরুত্থানের সময় সেই জীবন ঈশ্বর আবার ফিরিয়ে দিবেন (কলসীয় ৩:৪ পদ)। তাহলে সংক্ষেপে বলা যায়, নরক মৃতদের একটি স্থান - আসলে মৃতদেহ, যাদের দেহে কোন জীবন নাই তাদের থাকবার স্থান। এটা "গেহেনার" মত সম্পূর্ণভাবে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলবার ধারণা প্রকাশ করে। এরপর আপনি দেখবেন যে 'নরকভোগ' বা 'নরকযন্ত্রণা' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি কখনই মনে করবেন না যে এই শব্দটি দ্বারা প্রকৃত নরক বোঝানো হয়েছে, বরং সেই গেহেনাকেই বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা সবকিছু পুড়িয়ে শেষ করা হয়, কিন্তু তাই বলে এখানেই শেষ নয় এর পরেও প্রত্যাশা রয়েছে, সুতরাং পাঠের পড়া চালিয়ে যান।

পুনরুত্থান

"পুনরুত্থান" অর্থ "আবার জীবনে ফিরে আসা"। যারা ঈশ্বর কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে তারা হুবুহু একই দেহে অনন্ত জীবন লাভ করবে।

মৃতকে জীবিত করে তোলার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। ইয়োব তার কথার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন -

> "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব" (ইয়োব ১৯:২৫-২৬)।

ঈশ্বর অতীতে মৃত লোকদেরকেও জীবিত করে তুলেছেন।

- এলিয় ভাববাদীর মাধ্যমে সারিফত এলাকার একজন বিধবা মহিলার ছেলেকে মৃত অবস্থা হতে জীবিত করে তোলেন। দয়া করে বিষয়টি লক্ষ্য করুন এবং ১ম রাজাবলি ১৭:১৭-২৪ পদে বর্ণিত ঘটনাটি পড়ুন।
- আবার ইলীশায় ভাববাদীর মাধ্যমে শুনেমীয়া মহিলার একটি সন্তানকে জীবিত করে তোলেন। ২য় রাজাবলি ৪:৩২-৩৭।
- ঈশ্বরের সাহায্যে প্রভু যীশু লাসারকে, মার্থা ও মরিয়মের ভাইকে, আবার জীবন দান করেছিলেন (যোহন ১১:৪৩-৪৪, তবে মনোযোগ সহকারে গোটা অধ্যায়টি পড়ুন, বিশেষভাবে ২২-২৭ ও ৪১-৪৫ পদগুলি পড়ুন)।

উপরোক্ত তিনটি জীবিত করে তোলার ঘটনা মূলতঃ তাদের স্বাভাবিক মরণশীল জীবনের শেষ সময়কে রক্ষার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল।

যীশু ক্রুশারোপিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তোলেন। যোহন ২০:১-১০ ও ১৯-৩১ অংশগুলি পড়ুন। এটা পরিষ্কার দেখায় যে যীশুরও সেই একই দেহ ছিল, যেটা মৃত্যু থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে আর একটি শক্তিশালী উদাহরণ বা প্রমাণ আছে যে যীশু জীবিত হয়ে উঠেছিলেন -

> "আপন দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ তাহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন"
> (প্রেরিত ১:৩)।

তবে যীশু আবার দৈহিকভাবে মারা যাননি, তাকে স্বশরীরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্বর্গে - প্রেরিত ১:৯।

যীশুর শিষ্যরা যারা অধিকাংশই অশিক্ষিত লোকজন ছিলেন তারা যীশুর শিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যান এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে যীশুর ঐ সব শিষ্য ও আরো অনেক নতুন শিষ্যদের দ্বারা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ লোকই যীশুর অপূর্ব শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে।

পুনরুত্থান ও বিচার

যীশু পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলেছেন এই জন্য যে এটি তাঁর ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ, যোহন ৫:২১ -

> "কেননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান ও জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাদিগকে ইচ্ছা, জীবন দান করেন"।

যোহন ৫:২৫-২৯ -

> "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে। কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, **তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন**। আর তিনি তাহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র। ইহাতে আশ্চর্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন

কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে এবং যাহারা সৎকার্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে"।

এই পদগুলিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে-

১. মৃতদেরকে জীবিত করে উঠিয়ে আনবার জন্য যীশুকে ক্ষমতা দিয়েছেন।

২. ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে (পুনরুত্থান)।

৩. তাদের বিচার হবে।

৪. যারা খারাপ বা মন্দ কাজ করবে তারা দোষী সাব্যস্ত হবে (অনন্তকালীন)।

৫. যারা ভালো কাজ করবেন তারা অনন্ত জীবন লাভ করবেন।

যীশু তার এক দৃষ্টান্তে মেষ ও ছাগের কথা বলেছেন। এই মেষ ভালো মানুষের ও ছাগ খারাপ মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ। এই উভয় পক্ষই তাঁর সামনে বিচারে দাঁড়াবে। মথি ২৫:৩১-৪৬ অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। ভুলে যাবেন না যে আপনিও সেখানে থাকবেন। কিন্তু কোন দিকে থাকবেন ? এখানকার শেষ পদটি লক্ষ্য করুন : যীশু বলছেন যে দুষ্টরা অনন্তকালীন শাস্তির পথে যাবে যেমন, অনন্ত মৃত্যু - যাকে ঠিক 'ঘুমন্ত' অবস্থা বলা হয়নি এবং ধার্মিকরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।

যোহন ১২:৪৮ পদটি লক্ষ্য করুন,

"যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে"।

শেষ পাঠে অনন্ত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় - যীশুর এই প্রথিবীতে ফিরে আসার পরে যারা ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদ লাভ করবেন তারা কখনই মরবেন না, কিন্তু তারা একটি পবিত্র পরিবেশে, একটি পবিত্র বা বিশুদ্ধ দেহ নিয়ে পবিত্র জীবন যাপন করবে ঈশ্বরের সেবায় রত থেকে - আপনি-আমি যতটা কল্পনাও করতে পারছি না তেমন অবস্থায় তারা থাকবে। এটা কি আসলে যথেষ্ট প্রশংসনীয় নয় ?

অবশ্যই!

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৮

মানুষ

১. সাধারণতঃ মৃত্যু সমন্ধে আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা কি ?

২. বাইবেলে বর্ণিত মৃত্যুর পরে জীবন লাভ করা ব্যক্তিরা কারা ?

৩. আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে ?

৪. আদিপুস্তক ২:৭ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর আদমকে কিভাবে সৃষ্টি করলেন ?

৫. ঈশ্বর মানুষের নাসিকায় যে শ্বাসবায়ু দিয়েছেন সেটা তার কাছে নিয়ে গেলে মানুষের কি অবস্থা হয় ?

৬. এদন উদ্যানে ঈশ্বরের আইনের অবাধ্যতার ফলাফল কি ?

৭. রোমীয় ৫:১২ পদে এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল - এক মনুষ্য, সেই মনুষ্য কে ?

৮. আদিপুস্তক ৩:১৯ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর আদমকে কি বললেন তিনি কোথা হতে গৃহিত হয়েছেন ? এবং কোথায় প্রতিগমন করবেন ?

৯. আদিপুস্তক ৩:১৯ পদ অনুযায়ী মানুষ মাত্রই আদম থেকে উৎপত্তি তাই ধূলি বা মাটি থেকে তার সৃষ্টি সুতরাং সে মারা গেলে সে কি স্বর্গে যাবে, না নরকে যাবে, না কি ধূলিতে বা মাটিতে মিশে যাবে ?

১০. উপদেশক ৩:১৮-২০ পদ অনুযায়ী মানুষের নিশ্বাস ও পশুর নিঃশ্বাস কি এক?

১১. উপদেশক ৩:১৮-২০ পদ অনুযায়ী মানুষের মৃত্যু ও পশুর মৃত্যুর কি পার্থক্য আছে ? তাহারা কি উভয়ই মাটি বা ধূলিতে মিশে যায় না ?

১২. অনেকে হয়ত বলবেন : "আমাদের রয়েছে এক অক্ষয় আত্মা, যেটি আমাদের মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যায়"। - এটা কি বাইবেল শিক্ষা দেয় ?

১৩. এই অমরতা বা অক্ষয়তার প্রকৃতি একমাত্র কার রয়েছে ?

১৪. যোহন ৩:১৩ পদ অনুযায়ী কেহ কি স্বর্গে উঠেছেন যীশু ছাড়া ?

১৫. প্রেরিত ২:৩৪ পদ অনুযায়ী দায়ূদ তো ধার্মিক ছিলেন তিনি কি স্বর্গে গিয়েছেন ?

১৬. কোন শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

১৭. আত্মার অমরতার ধারণাটি কিভাবে মণ্ডলীতে অনুপ্রবেশ করে ?

১৮. আত্মার অমরতার প্রসঙ্গে "টুয়ার্ডস দ্যা কনভার্সন অব ইংল্যাণ্ড" বইটির ২৩ পৃষ্ঠায় কি বলা হয়েছে ?

১৯. বাইবেল কি অমরনশীল এই ধরনের আত্মার ধারণাকে সমর্থন করে ?

২০. হিব্রু ভাষার "সিয়ল" কথাটির অর্থ কি ?

২১. নূতন নিয়ম প্রথমে কি ভাষায় লেখা হয় ?

২২. ঈশ্বর আত্মাও (জীবন) ধ্বংস করতে পারেন, সুতরাং আত্মা কি কখনই অমরণশীল হতে পারে ?

২৩. "পুনরুত্থান" শব্দটির অর্থ কি ?

২৪. প্রেরিত ১:৩ পদ অনুযায়ী যীশু কতদিন অনেক প্রমান দ্বারা নিজেকে জীবিত দেখাইলেন, দর্শন দিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে নানা কথা বলিলেন ?

২৫. ঈশ্বর কাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন ?

২৬. যোহন ৫:২৫-২৯ পদ অনুযায়ী কাহারা, বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে ?

২৭. মৃতদের জীবিত করে উঠিয়ে আনবার জন্য ঈশ্বর কাকে ক্ষমতা দিয়েছেন ?

২৮. শুধু কি অধার্মিকদেরই বিচার হবে, না সকলেরই বিচার হবে ?

২৯. যীশু কি বলেছেন, দুষ্টেরা কোথায় যাবে ?

৩০. যোহন ১২:৪৮ পদ অনুযায়ী কাহার বিচার কর্তা আছে ?